জনসংযোগ

বন্দর কার্যক্রম সুচারু পরিচালনার লক্ষ্যে গণমাধ্যম সংযোগ, কর্মী সংযোগ এবং গোষ্ঠী সংযোগ ভিত্তিক সমন্বিত কর্মসূচি রয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষের।

বন্দরের জনসংযোগ সেলের প্রধান লক্ষ্য বন্দরের ভাবমূর্তির প্রক্ষেপণ, বন্দর ব্যবহারকারীর প্রয়োজনে সাড়া প্রদান, সাধারণের প্রয়োজন উপলব্ধি করা এবং সে অনুসারে ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া এবং কর্মী সংযোগ বজায় রাখা।

কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, পরিকল্পনা কিংবা নীতি প্রণয়ণের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ কাজ জনগণের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক বজায় রাখা। জনগণের সম্মতিতেই একটি সংগঠন টিকে থাকে এবং সমাজের বিবেচনায় তার কৃত অবদানের মধ্য দিয়েই নিরূপিত হয় তার এ টিকে থাকার যৌক্তিকতা। কর্তৃপক্ষ আরো বিশ্বাস করে, যে ধরনের সামাজিক আবহাওয়া কিংবা পরিবেশে সংস্থাটি আরো এগিয়ে যেতে পারে, তার যথাযথ উন্নয়ন এবং অগ্রগতি সাধন অপরিহার্য।

জনগণ যদি ভালো কাজ দেখে এবং তার স্বীকৃতি দেয়, তাহলেই তৈরি হয় সুসম্পর্ক। সংবাদপত্র, পত্রিকা, রোডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের সহায়তা নিয়ে সংস্থার কার্যক্রম এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে নিয়মিত জনগণকে অবহিত করে থাকে কর্তৃপক্ষ।

গণমাধ্যম সংযোগ

বিভিন্ন সময়ে সংবাদ সম্মেলন, অভ্যর্থনা এবং সাংবাদিকদের জন্য বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন আয়োজন করে থাকে কর্তৃপক্ষ।

প্রকাশনা

১. দেশি এবং বিদেশি গ্রাহকদের জন্য প্রতিমাসে 'পোর্ট ফোলিও' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ।

২. বিগত কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়ক তথ্য এবং উপাত্ত সহকারে একটি 'ইয়ার বুক' প্রকাশ করা হয় প্রতিবছর।

৩. বন্দর বিষয়ে খ্যাতিমান লেখক ও বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ নিয়ে প্রতি বছর 'পোর্ট গ্রান্দে' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

৪. লিফলেট এবং অন্যান্য প্রকাশনা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে থাকে কর্তৃপক্ষ।

সংস্থার অন্যান্য কর্মমান্ডের মধ্যে রয়েছে জাতীয় বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ যেখানে বেশ কয়েকবার সেরা স্টলের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে বন্দর।

সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক

একটি কার্যকর নিয়োগদাতা-কর্মী সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে, প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধিতে নিজেদের সর্বোচ্চ অবদান নিশ্চিত করার স্বার্থে কর্মীদের জন্য প্রণোদনা প্রকল্প চালু করেছে কর্তৃপক্ষ। এগুলো হচ্ছে, পোর্ট ডে অ্যাওয়ার্ড (নগদ টাকাসহ স্বর্ণপদক), বিশেষ ইনক্রিমেন্ট, নগদ পুরস্কার এবং এ জাতীয় নানা পদক্ষেপ বাস্তবায়ন। কল্যাণ, শ্রমিক সম্পর্ক এবং শিক্ষা প্রকল্পের অতিরিক্ত এসব প্রণোদনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গোষ্ঠী সংযোগ

গোষ্ঠী সংযোগ কার্যক্রমের নিদর্শন হিসেবে বন্দর দিবস পালন (২৫ এপ্রিল) এবং ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ডে (সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ), সেমিনার আয়োজন এবং বন্দরের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর কথা বলা যায়।

বন্দর জনগোষ্ঠীর সবার জন্য অবারিত রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।

বন্দর এবং নৌ-পরিবহন জাদুঘর

নাবিকদের জন্য বিনোদন উপকরণ হিসেবে একটি বন্দর এবং নৌপরিবহন জাদুঘর গড়ে তোলার আকর্ষণীয় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাছে নতুন এবং পুরনো পতেঙ্গা সড়কের সংযোগস্থলে নির্মিত হতে যাচ্ছে এ কমপ্লেক্স। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, মেরিনারস অ্যাসোসিয়েশন, শিপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং শিপিং এজেন্টদের সঙ্গে মিলে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। কমপ্লেক্সের নকশা অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণের পরপরই শুরু হবে এর নির্মাণকাজ।

বহুজাতিক কর্মকান্ড

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব পোর্ট অ্যান্ড হারবারস (আইএপিএইচ) এর সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘের অধীনে এর বন্দর সংশ্লিষ্ট বিশ্ব সংস্থা, যেমন, এসক্যাপ, ইউএনডিপি, আইএমওআইএলও, ইত্যাদি সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে নিজেকে। এভাবে একটি বৈশ্বিক বন্ধন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জাতির বাণিজ্য চাহিদা পূরণে নিরন্তর উজ্জ্বল অবদান রেখে চলেছে বন্দর।